খালেদা জিয়াকে কারাগারে রেখে কোনো ‘বর্ষ’ সফল হবে না: মির্জা ফখরুল

খালেদা জিয়াকে কারান্তরীণ রেখে বাংলাদেশে কোনো ‘বর্ষ’ পালন সফল হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উদযাপন করা একটি প্রহসন। কারণ খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন, লড়াই করেছেন। ১৯৭১ সালেও যিনি স্বাধীনতার জন্যই কারাগারে ছিলেন পাকিস্তান বাহিনীর হাতে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি এখনও কারাগারে আছেন। তাকে (খালেদা জিয়া) কারাগারে আটক রেখে কোনো বর্ষই সফল হবে না।

রাজধানীর চন্দ্রিমা উদ্যানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মাজারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর শনিবার সকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী শেখ রবিউল আলম রবিকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি মহাসচিব সেখানে যান।

মির্জা ফখরুল বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল গণতন্ত্রের সংগ্রাম, গণতন্ত্রের যুদ্ধ। এটাকে কেন্দ্র করেই দীর্ঘকাল ধরে আমাদের স্বাধীনতার দাবি উঠেছে, স্বাধিকারের আন্দোলন হয়েছে, সংগ্রাম হয়েছে। তারই পরিণতি হিসেবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একাত্তরের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এবং দেশ স্বাধীন হয়েছে। শুধু একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠী বা একটি দল এই স্বাধীনতার দাবিদার হতে পারে না।

এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ভারতের এনআরসি-সিএএর পর সম্প্রতি যে দাঙ্গা হয়েছে, তার প্রভাব বাংলাদেশে পড়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশে নরেন্দ্র মোদির আসাটা কতটুকু সমীচীন-শোভনীয়, এটা তারাই বিচার করবেন।

‘বিএনপি নির্বাচনে সিরিয়াস নয়, নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে অংশ নিচ্ছে’- আওয়ামী লীগ নেতাদের এমন বক্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ তো কত কথাই বলবে। জনগণের সমর্থন ছাড়া,

ম্যান্ডেটবিহীন অবস্থায় শুধু অস্ত্র দিয়ে ক্ষমতা দখল করে বসে আছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা এই ধরনের কথাবার্তা বলবে যাতে জনগণকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সেটাতে তারা সক্ষম হয়নি। গণতান্ত্রিক যে রীতি রয়েছে, যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন, আমরা সেটাতে বিশ্বাস করি বলেই একটা লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি হিসেবে এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। আমরা আগেও বলেছি, গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার এবং গণতন্ত্রের মাতা দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার আন্দোলনের অংশ হিসেবে আমরা এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। আমরা এই নির্বাচনে অত্যন্ত সিরিয়াস। তাদের (আওয়ামী লীগের) যে যুক্তি, তা কোনোদিনই গ্রহণযোগ্য না।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, কিন্তু এই সরকার জোর করে, ভয়ভীতি দেখিয়ে, রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে নির্বাচন তাদের পক্ষে নেয়ার চেষ্টা করে। সেটার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করার জন্য আমরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি।ঢাকা-১০ আসনে উপনির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থী শেখ রবিউল আলম রবির জয়ের ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী জানতে চাইলে মির্জা ফখরুল বলেন, আমাদের প্রার্থী গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী একজন নেতা। ছাত্র রাজনীতি করেছেন, দীর্ঘকাল রাজনীতি করছেন এবং এলাকায় তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয় মানুষ। আমি বিশ্বাস করি, সে অত্যন্ত মেধাবী ছেলে। তার মেধা দিয়ে সে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে পারবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, প্রচার সম্পাদক শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, মহিলা দলের যুগ্ম সম্পাদক হেলেন জেরিন খান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক কাজী আবুল বাশার, সহসভাপতি নবী উল্লাহ নবী প্রমুখ।

সুত্র-যুগান্তর

# [redacted]

[redacted]

জেলা জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিমুল হাবিব সেলিমের উপস্থাপন আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মনি, জেলা মৎস্যজীবী দলের যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান বাবলু, পৌর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি খায়রুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান মুক্ত ও পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ।

মেপ্র/আরপি

গাংনী উপজেলা ও পৌর যুবদলের আহবায়ক কমিটি গঠন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর যুবদলের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত বুধবার মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী এ কমিটির অনুমোদন দেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল গাংনী উপজেলা আহবায়ক করা হয়েছে সাবেক ছাত্র নেতা মো: মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস ও গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ কে সদস্য সচিব করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

অপরদিকে গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক করা হয়েছে পৌরসভার প্যানেল মেয়র ও ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলামকে ও ৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এনামুল হককে সদস্য সচিব করে ২০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের গাংনী উপজেলা আহবায়ক করা হয়েছে সাবেক ছাত্র নেতা মো: মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।

এদিকে সদ্য গঠিত এ কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল,

সাংগঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দীন সহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও মেহেরপুর সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলা যুবদলেরও আহবায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

ঐতিহাসিক ৭ মার্চে কোন কর্মসূচীই ছিলনা গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। দিনটি উপলক্ষে জাতীয় ভাবে কর্মসূচী থাকলেও কোন কর্মসূচীই ছিলনা গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের। শুধু মাইকে জাতির জনকের ভাষণ বাঁজিয়েই দিন পার করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগ।

কোন কর্মসূচী পালন না করায় সাধারণ নেতা কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি মাষ্টার জানান, ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে মাইকে ভাষণ প্রচার ছাড়া তেমন কোন কর্মসূচী ছিলনা গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের। গাংনী বাজার ও হাসপাতাল বাজারে মাইকে ভাষণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কথা বলতে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দিলে তিনি রিসিভ করেনি।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন দেশের বাইরে থাকায় তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

এদিকে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক বলেন, বেশ কয়েক বছর জাতীয় কোন কর্মসূচীই পালন করেনা গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগ। আমি বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ব্যানারে জাতীয় ও ঐতিহাসিক দিবসগুলো পালন করে থাকি।

এছাড়া দেশজুড়ে যখন জাতির জনকের ঐতিহাসিক দিনটি পালিত হচ্ছে ঠিক সে সময় গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের কোন কর্মসূচী না থাকাটা দু:খ জনক।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরে ঐতিহাসিক ৭মার্চ পালিত

মেহেরপুরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭মার্চের ভাষণ উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৫ টার সময় মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের আয়োজনে ঐতিহাসিক ৭মার্চ উপলক্ষে মেহেরপুর বাসস্ট্যান্ডে আলোচনা সভা শেষে একটি র্যালীবের হয়। র্যালিটি শহরের ইসলামী ব্যাংক খেকে ঘুরে নিমতলা মোড়ে এসে শেষ হয় এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এর আগে শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সদস্য আশকার আলী, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল

মান্নান, শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে লালন করে প্রধান মন্ত্রীর দেখানো পথে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যায় ব্যক্ত করেন। এবং সকল নেতা কর্মীকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে থাকার আহ্বান জানানো হয়।

মেপ্র/আরপি

ঝিনাইদহে শিবিরের ১১ নেতাকর্মী আটক করেছে পুলিশ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বেথুলী গ্রাম থেকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ১১ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশের দাবি, তারা বেথুলী গ্রামের আফছার উদ্দিনের বাড়ির উঠানে গোপন বৈঠক করছিল। এসময় তাদের কাছ থেকে ২টি ককটেল, দেশীয় তৈরি অস্ত্র, ৪টি লোহার রড, ২টি ছোরাসহ লিফলেট উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার দিবা গত রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, ঝিনাইদহ জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি উপজেলার ষাটবাড়িয়া গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে মো: শাহাবুদ্দিন ওরফে সাদ্দাম, কালীগঞ্জ উপজেলা সভাপতি মহেশ^রচাঁদা গ্রামের আব্দুল গফুরের ছেলে সোহাগ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক কমলাপুর গ্রামের লিটন শেখের ছেলে আল আমিন হোসেন, শিবির কর্মী মাগুরা গ্রামের বাবলুর রহমানের ছেলে বিল্লাল হোসেন, হাসিলবাগ গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে আহসান হাবীব, আব্দুল করিমের ছেলে ইব্রাহিম হোসেন, দামোদারপুর গ্রামের সোলাইমান হোসেনের ছেলে এনামুল ইসলাম ওরফে ইমন, হোসেন আলীর ছেলে মো: হাবিবুল্লাহ, পান্তাডাঙ্গা গ্রামের নাজমুস সাদাতের ছেলে নাজমুস সালেহীন, মাগুরা গ্রামের মৃত কবি বাবর আলীর ছেলে হোসাইন ওয়াইস কুরুনী ও ঘোপপাড়া গ্রামের শাহিনুর রহমানের ছেলে মো: বায়েজীদ বোস্তামী।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মুহা: মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার বেথুলী গ্রামের একটি বাড়ির উঠান থেকে শিবিরের ১১ জন নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে। নাশকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা মিলিত হয়েছিল। তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

মেপ্র/ আরপি

মুজিববর্ষ যেন আত্মপ্রচারের মাধ্যম না হয়: ওবায়দুল কাদের

বিনয় ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে মুজিববর্ষ উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, মুজিববর্ষের অনুষ্ঠান যেন ‘আত্মপ্রচার’র মাধ্যম না হয়। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সতর্ক করে তিনি বলেন, মুজিব শতবর্ষ নিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করলে সহ্য করা হবে না। এ অনুষ্ঠান নিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করবেন না। মুজিববর্ষে কেউ ক্ষমতার দাপট দেখাবেন না।

শুক্রবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

সকালে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত যৌথসভায় বক্তব্য দেন ওবায়দুল কাদের। এতে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, আবদুর রহমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আবদুস সবুর, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নফী, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, মুজিববর্ষে পোস্টার, ব্যানার, বিলবোর্ড করতে নেতাকর্মীদের কোনো বাধা নেই। তবে পোস্টার, ব্যানার, বিলবোর্ড যেন ‘আত্মপ্রচারের মাধ্যম’ না হয়। পোস্টারে নাম দিতে পারেন। কিন্তু নিজেদের ছবি দেবেন না। বিলবোর্ড, পোস্টারে যাতে কারো ছবি না দেখি। এটা কঠোরভাবে মনিটর করা হবে।

সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, মুজিববর্ষের

অনুষ্ঠানের নাম করে কেউ ‘চাঁদাবাজির দোকান’ খুলবেন না। চাঁদাবাজি করে এ অনুষ্ঠান যাতে কেউ না করে। অমুক দোকানদারকে এত টাকা দিতে হবে, অমুক ব্যবসায়ীকে অত টাকা দিতে হবে, অমুক বাড়িওয়ালাকে অত টাকা দিতে হবে- এমন বাড়াবাড়ি কোনো অবস্থায় সহ্য করা হবে না।

বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে বিনয়, ধৈর্য আর ত্যাগের শিক্ষা নেয়ার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, মুজিববর্ষে ক্ষমতার দাপট দেখাবেন না। আমরা ক্ষমতায় আছি, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। যতটা সম্ভব বিনয়ী থাকবেন। মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবেন। অনুরোধ করব, যে কোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা করে মুজিববর্ষের ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখবেন।

নেতাকর্মীদের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উদযাপনের নামে এলাকায় কারও সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করবেন না, যাতে তারা কষ্ট পায়। কোনো প্রকার হয়রানির শিকার যেন কেউ না হয়। এটা খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিটি কর্মসূচি সুন্দরভাবে করবেন।

সুত্র-যুগান্তর

গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবকলীগের প্রস্তুুতি সভা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার লক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে প্রস্তুুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় সেচ্ছাসেবকলীগের উদ্যোগে গাংনী অডিটোরিয়ামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জেলা সেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ন আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবহানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সেচ্ছাসেবকলীগের সদস্য আদনান সুমন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা সেচ্ছাসেবকলীগ আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা তারিফুল ইসলাম জীবন, মেহেরপুর সদর উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের সাধারণ সম্পাদক আরিফ শাহ, সাবেক ছাত্রনেতা হুমায়ন কবির রিপন, সেচ্ছাবেকলীগ নেতা আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

এসময় ছাত্রলীগ নেতা আসিফ ইকবাল অনিক সহ সেচ্ছাসেবকলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাবেক ছাত্র নেতা জীবন আকবর।

মেপ্র/আরপি

পাপিয়াকাণ্ডে বিব্রত নই: কাদের

ব্যবসায়ীকে ব্ল্যাকমেইল করে টাকা হাতিয়ে নেয়া, অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেফতার বহিষ্কৃত যুব মহিলা লীগ নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়াকাণ্ডে আওয়ামী লীগ বিব্রত নয় বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমণ্ডির আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ক্ষমতাসীন দলে কিছু অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়ে এমন ইঙ্গিত দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, রুলিং পার্টিতে এ ধরনের বেনোজল (বন্যায় ভেসে আসা) ঢুকে পড়বেই। এখনও অনেক বেনোজল শাস্তির পথে আছে। আমাদের দলীয় অনেকেরই জড়িত থাকার বিষয়ে আমরা বিব্রত হইনি, আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। অপরাধীকে অপরাধী হিসেবে দেখেছি। কাজেই এখানে আমরা বিব্রত নই। তারা কোন দলের লোক, কী তাদের পরিচয়, সেটি আমরা দেখিনি। বর্তমানেও আমরা এ নিয়ে বিব্রত নই।

অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সৎসাহস সরকারের আছে জানিয়ে ক্ষমতাসীন দলটির সাধারণ সম্পাদক বলেন, এ ধরনের অপরাধ, অপকর্ম, একটা বিশাল দেশ বাংলাদেশ– হতেই পারে, কিছু বেনোজলও ঢুকবে। বেনোজল রুলিং পার্টিতে ঢুকবে। বেনোজল আমরা প্রতিরোধ করতে জানি এবং এ বেনোজলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সৎসাহস শেখ হাসিনার সরকারের আছে। অতীতেও ছিল এখনও আছে।

আরও অনেকে নজরদারিতে আছে জানিয়ে তিনি বলেন, শুদ্ধি অভিযানের নজরদারিতে এখনও অনেক বেনোজল শাস্তি মোকাবেলা করার পথে আছে, নজরদারিতে আছে। কাজেই কেউ যেন মনে না করে কেউ একজনের পাপ, অপরাধ দলীয় পরিচয় থাকার কারণে ঢাকা পড়ে যাবে অথবা শাস্তি থেকে পার পেয়ে যাবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, আব্দুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, দফতর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মান্নাফি, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মঈনুল হোসেন খান নিখিল, ঢাকা-১০ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, নরসিংদী জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক পাপিয়াকে সম্প্রতি বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এর পর তাকে সংগঠন থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়।

মানবপাচারকারীর হোতা মেহেদীর অপকর্ম সম্পর্কে জানেনা গ্রামের কেউ !

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের যতারপুর গ্রামের মেহেদী হাসান বিশ্বাস ওরফে বিজন বিশ্বাস। তিনি ওই গ্রামের মোস্তাকিন আহমেদ টুলুর বড় ছেলে।

মেহেদী হাসানের বিরুদ্ধে ব্রুনেইয়ে প্রায় ৫হাজার নিরীহ মানুষকে পাচারের অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি মেহেদী হাসানের তিন সহযোগীকে গ্রেপ্তারের পর বিষয়টি সারাদেশে আলোচনার ঝড় তোলে। তিনি ব্রনেই আওয়ামীলীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

তিন ভাইয়ের মধ্যে মেহেদী হাসান বড়। মেজ ভাই বিপু এলাকায় থেকে চাষাবাদ দেখা শোনা করেন এবং ছোট ভাই বাপ্পি রাজধানীতে লেখাপড়া করেন। বাবা মোস্তাকিন আহমেদ টুলু এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট ব্যবসা করতেন। বর্তমানের প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেদীর গ্রামের বাড়িতে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কিছুদিন আগে একটি দ্বিতল ভবন নির্মান করেছেন। এছাড়াও গ্রামে একটি ডেইরি ফার্ম তৈরি করার প্রক্রিয়া চলছে। তার বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করা হলে বাড়ির মুল গেটের বাইরে থেকে তালা লাগানোর কারণে ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি তারা বাড়িতে কেউ আছেন কিনা সেটাও জানা যায়নি।

তবে মেহেদী মানব পাচারকারীদের মুল হোতা এ বিষয়ে গ্রাম বাসী বা তার আত্মীয় স্বজনরা কিছুই জানেন না। মেহেদী গ্রামের ভালো ছেলে হিসেবেই এলাকার মানুষ জানেন। তবে তাদের পূর্ব পুরষরাও প্রভাবশালী ও সম্পদশালী। মেহেদী হাসানের দাদা মাদার আলী বিশ্বাস তিন বারের ইউপি চেয়ারম্যান । তার বড় চাচা মওলা বক্স বেবী তিনিও তিন বারের

ইউপি চেয়ারম্যান ছিলেন। তার পরিবারের সকলেই বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত থাকলেও বর্তমানে তারা আওয়ামীলীগের রাজনীতি করেন বলে দাবি করেছেন তার মেহেদীর চাচা বিল্লাল হোসেন কটা।

বিল্লাল হোসেন কটা জানান, তাদের এক ভাই মাসুদ রানা ওরফে এনামুল দির্ঘদিন ধরে ব্রুনেইয়ে থাকতেন। বিজনের বাবা মোস্তাকিন আহমেদ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হওয়ায় মানবিকতা দেখিয়ে এনামুল বিজনকে ব্রুনেইয়ে নিয়ে যান ২০১২ অথবা ২০১৩ সালের দিকে। তার কিছূদিন পর এনামুল দেশে ফিরে আসেন। তবে বিজন মানবপাচারকারী এ বিষয়ে তারা কিছু জানেন বললেও পরবর্তিতে তার পক্ষে নিউজ করার জন্য তিনি এ প্রতিবেদককে সুপারিশ করেন।

মেহেদীর এক গ্রাম্য প্রতিবেশী জালাল উদ্দিন জানান, আমরা এলাকায় তাঁকে ভাল ছেলে হিসেবে জানি। তারা বংশ বুনিয়াদি মানুষ। তবে বিদেশে কোন অন্যায় অপকর্ম করে কিনা জানেন না।

শফিকুল ইসলাম রাহিন নামের আরেক প্রতিবেশী জানান, কিছুদিন ধরে শুনছি বিজন কি একটা ঝামেলায় পড়েছে। দুতাবাস নাকি তার পাসপোর্ট আটকিয়ে দিয়েছে। তবে এর বেশি কিছু জানিনা।

এদিকে মেহেদী হাসান বিজনের ফেসবুক আইডি রয়েছে বিজন বিশ্বাস (Bizon Bisswas ) নামে। এই আইডি প্রোফাইল পিকচার রয়েছে একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর সাথে। বিভিন্ন সময়ে ওই মন্ত্রির সাথে ছবিও রয়েছে তার। সম্প্রতি প্রভাবশালী ওই মন্ত্রী মেহেরপুর আসলে তখন মেহেদীকে মন্ত্রীর সাথে দেখা গেছে বিভিণ্ন ছবি সেটা দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও কয়েকজন মন্ত্রীর সাথে তার ছবি দেখা গিয়েছে।

মেহেদী হাসান বিজনের মোবাইল ফোন (০১৯১৬-৬১৩৮৩৮) এ যোগাযোগ করা হলে ফোন বন্ধ থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।